

BGMEA defends RMG growth amid US probe

MONIRA MUNNI

Bangladesh's garment industry has defended its growth model amid a US investigation, arguing that its expansion reflects global demand rather than excess capacity or market distortion.

Industry leaders say the sector remains too small globally to influence prices or disrupt trade. The response comes as US authorities examine labour practices and trade policies across major exporting economies, placing Bangladesh's flagship sector under renewed international scrutiny.

Production capacity in Bangladesh's readymade garment (RMG) industry has expanded gradually over the years, in line with global demand and evolving buyer sourcing strategies, said the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

At the same time, it said, the global market share remains relatively modest compared to major suppliers, leaving it in no position to influence

Trade body says capacity expansion aligns with demand, rejects claims of overcapacity and forced labour

global prices or create systemic distortions through overcapacity. The industry body made these observations in a position paper submitted last week to the relevant government authorities, in response to an investigation launched by the United States Trade Representative (USTR). On March 12, the USTR initiated investigations into 60 economies under Section 301(b) of the Trade Act of 1974.

The probe will determine whether the acts, policies and practices of these economies, particularly regarding the failure to impose and effectively enforce bans on imports of goods produced with forced labour, are unreasonable or discriminatory and whether they burden or restrict US commerce.

The countries under investigation include Bangladesh, along with major

US trading partners such as the United Kingdom, the United Arab Emirates, Pakistan, Sri Lanka, Saudi Arabia, Cambodia, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

The BRICS economies - Brazil, Russia, India, China and South Africa - are also included.

Citing data from the Export Promotion Bureau, BGMEA President Mahmud Hasan Khan noted in the position paper that Bangladesh's garment exports reached US\$39.3 billion in fiscal year 2024-25, up from US\$25.5 billion in 2014-15.

Bangladesh's RMG exports have followed a steady and gradual growth trajectory, without any sudden or policy-driven surge that could be interpreted as excess production, the BGMEA said.

"The expansion of production

capacity has remained closely aligned with global demand trends and evolving buyer sourcing strategies," the paper noted, adding that Bangladesh's global market share stands at around 6.5 to 7.0 per cent. Export earnings from the sector reflect structural constraints in economic diversification and an overdependence on a single sector at the national level, it argued, adding that this concentration should be seen as a development pathway rather than evidence of excess capacity. Bangladesh's exports are concentrated in labour-intensive, low- to mid-priced apparel products that are not typically produced in the United States. The US focuses more on advanced technology and heavy industries rather than basic garment items such as T-shirts and casual wear. "...imports of such products do not adversely impact US domestic manufacturing; rather, they benefit US consumers by providing affordable clothing, particularly for low- and

middle-income households," the paper stated. Regarding government support, the BGMEA said policy incentives, including cash subsidies, are designed to offset structural disadvantages such as inadequate infrastructure, longer lead times and weak backward linkage industries. The association argued that export growth is driven not by subsidies but by labour-intensive production, entrepreneurial initiative and integration into global value chains. It added that the government has reduced cash incentives by around 60 per cent over the past three years in preparation for LDC graduation. Bangladesh's unit export price remains relatively stable at around US\$3.08 per square metre, compared to US\$1.57 for China in 2025, and is close to the US average import price of US\$3.14 per unit. The BGMEA also stated that there is no forced labour in the export-oriented garment sector, noting that the industry operates under a robust legal and institutional framework in compliance with national labour laws and international standards. Commerce Secretary Mahbubur Rahman said the growth of the garment sector is driven by buyer demand, echoing the BGMEA's position. On subsidies, he added that export incentives are compliant with World Trade Organization (WTO) rules. The secretary said a stakeholder meeting will be held next week to discuss the matter ahead of the USTR hearing. The USTR is scheduled to hold hearings on April 28, 2026, and has requested interested parties to submit written comments, along with a summary of testimony, by April 15, 2026.

Munni_fe@yahoo.com



জুলাই-মার্চ পর্যন্ত গত ৯ মাসের চিত্র (কোটি ডলার)

মধ্যপ্রাচ্য সংকট সব কিছু
ওলট-পালট করে
দিয়েছে। এ
পরিস্থিতিতে কবে
নাগাদ রপ্তানি খাতে
সুখবর আসবে বলা
মুশকিল

মাহমুদ হাসান খান
সভাপতি
বিজিএমইএ



| দেশ | ২০২৪-২৫ | ২০২৫-২৬ | % |
|---------------|---------|---------|----------|
| যুক্তরাষ্ট্র | ৫৭৪ | ৫৫৯ | -২.৫৪ % |
| জার্মানি | ৩৮০ | ৩২৭ | -১৪ % |
| যুক্তরাজ্য | ৩৩৬ | ৩৩০ | -১.৬১ % |
| স্পেন | ২৬৫ | ২৭১ | ২.০৫ % |
| নেদারল্যান্ডস | ১৬১ | ১৫৯ | -০.৮৫ % |
| ফ্রান্স | ১৬৫ | ১৪৫ | -১২.২৬ % |
| ইতালি | ১১৭ | ১০৫ | -১০.৬১ % |
| কানাডা | ৯৬.৩৯ | ৯৬.১৩ | -০.২৬ % |
| জাপান | ৯৬ | ৭৯ | -৭.১১ % |
| ডেনমার্ক | ৮০ | ৬৯ | -১৩.৭২ % |

শীর্ষ ১০ গন্তব্যের ৯টিতে পোশাক রপ্তানি কমেছে

আবু হেনা মুহিব

বিদেশি মুদ্রা আয়ের মূল উৎস দেশের রপ্তানি খাত। এ খাতের প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক। সমজাতীয় পণ্যসহ মোট রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাকের অংশ ৮৬ শতাংশের মতো। গুরুত্বপূর্ণ এই পণ্যের রপ্তানি টানা গত আট মাস কমেছে। জোটগত প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), জোটের বাইরে শীর্ষ বাজার ও একক প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অপ্রচলিত শ্রেণির নতুন বাজার—কোনো গন্তব্যে রপ্তানিতে সুবিধা করা যাচ্ছে না। প্রধান এবং আলোচিত প্রায় সব দেশেই রপ্তানি কমেছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) দেশভিত্তিক হালনাগাদ উপাত্ত বিশ্লেষণে রপ্তানি আয়ের বিবেচনায় শীর্ষ ১০ বাজারে রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, চলতি অর্ধবছরের জুলাই থেকে গেল মার্চ মাস পর্যন্ত ৯ মাসে শীর্ষ ১০ বাজারের মধ্যে রয়েছে—যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, জাপান ও ডেনমার্ক। এসব বাজারের মধ্যে ৯টি থেকে রপ্তানি আয় কমেছে আগের একই সময়ের তুলনায়। একমাত্র ব্যতিক্রম স্পেন। দেশটিতে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২ শতাংশের মতো।

শীর্ষ ১০ রপ্তানি বাজারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে রপ্তানি কমেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশ জার্মানিতে। গত অর্ধবছরের একই সময়ের চেয়ে ৯ মাসে দেশটিতে রপ্তানি কম হয়েছে প্রায় ১৪ শতাংশ। পরিমাণ কমেছে ৫৩

কোটি ডলার। গত ৯ মাসের রপ্তানি আয় ৩২৭ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। গত অর্ধবছরের একই সময়ে ছিল ৩৮০ কোটি ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হারে রপ্তানি কম হয়েছে ডেনমার্ক ১৩ দশমিক ৭২ শতাংশ। ৮০ কোটি ডলারের রপ্তানি ৬৯ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ২৬ শতাংশ হারে রপ্তানি কম হয়েছে ফ্রান্সে। ১৬৫ কোটি ডলার থেকে রপ্তানি কমে এসেছে ১৪৫ কোটিতে।

অন্যদিকে পরিমাণে বেশি রপ্তানি হয় এমন দেশের মধ্যে একক প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কম হয়েছে ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫৯ কোটি ডলারে। গত অর্ধবছরের একই সময়ে যা ছিল ৫৭৪ কোটি ডলার। পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি বাজার ফ্রান্স। তৃতীয় রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে রয়েছে ইইউ জোট থেকে বেরিয়ে আসা ইউরোপের দেশ যুক্তরাজ্য। দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৩৩০ কোটি ডলারের পোশাক, যা গত অর্ধবছরের একই সময়ে ছিল ৩৩৬ কোটি ডলার। শতাংশের বিবেচনায় রপ্তানি কম হয়েছে ১ দশমিক ৬১ শতাংশ।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল সমকালকে বলেন, অভিন্ন কারণে সব দেশে রপ্তানি কমেছে। এগুলো হচ্ছে, মার্কিন পাণ্টা শুক্ক, শুক্কের প্রভাবে প্রতিযোগী দেশগুলোর আগ্রাসী বাণিজ্য নীতি এবং দেশে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, জাতীয় নির্বাচন ঘিরে অনিশ্চয়তা। সর্বশেষ সমস্যা মধ্যপ্রাচ্য সংকট।

তিনি বলেন, ‘আমাদের অনুমান ছিল, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়ার পর অনেক অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। এপ্রিল কিংবা মে মাস থেকে সন্তোষজনক রপ্তানি আদেশ আমরা পাবো, যা আগস্ট মাস নাগাদ রপ্তানি চিত্রে দেখা যাবে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য সংকট আবার সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কবে নাগাদ রপ্তানি খাতে সুখবর আসবে বলা মুশকিল।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রপ্তানি গন্তব্যকে মোটামুটি দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। প্রচলিত বাজার এবং অপ্রচলিত বা নতুন বাজার। প্রচলিত বাজার বলতে দীর্ঘ দিন ধরে যে সব বাজারে রপ্তানি হয়ে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, কানাডা ও যুক্তরাজ্য রয়েছে এই শ্রেণিতে। অন্যদিকে এসব বাজারের বাইরে অন্য সব বাজারকে নতুন বাজার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নতুন বাজারের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণের দিক থেকে সবচেয়ে বড় বাজার এশিয়ার দেশ জাপান। বাংলাদেশের পোশাকের শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে দেশটির অবস্থান নবম। গত ৯ মাসে রপ্তানি হয়েছে ৭৯ কোটি ডলারের পোশাক, যা আগের একই সময়ে ছিল ৯৬ কোটি ডলার। এ সময় রপ্তানি কম হয়েছে ৭ দশমিক ১১ শতাংশ। অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে আলোচিত বাজার হিসেবে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চীন, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া ও রাশিয়ার মতো দেশ। এসব দেশকে উদীয়মান বাজার হিসেবে সম্ভাবনাময় মনে করছেন রপ্তানিকারকেরা।